দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 APR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

নারী শিক্ষা

সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও নারী সমাজ এখনও পিছিয়ে। বিশেষ করে শিক্ষায় নারীরা বেশ অনগ্রসর।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ব্যবসায়, চাকরি এবং অন্যান্য সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, নারী শিক্ষার হার শতকরা ৩০ ভাগে

শাওয়াল খান

উন্নীতকরণ। নারীর স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ, নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর নিজ সত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে মেয়েদের স্কুলত্যাগ রোধকল্পে বিশেষ উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ, প্রতি থানায় একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, একটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকলে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুবিধা প্রদান, ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সঠিক হারে (৬০%) মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কর্মসূচী গৃহীত হয়।

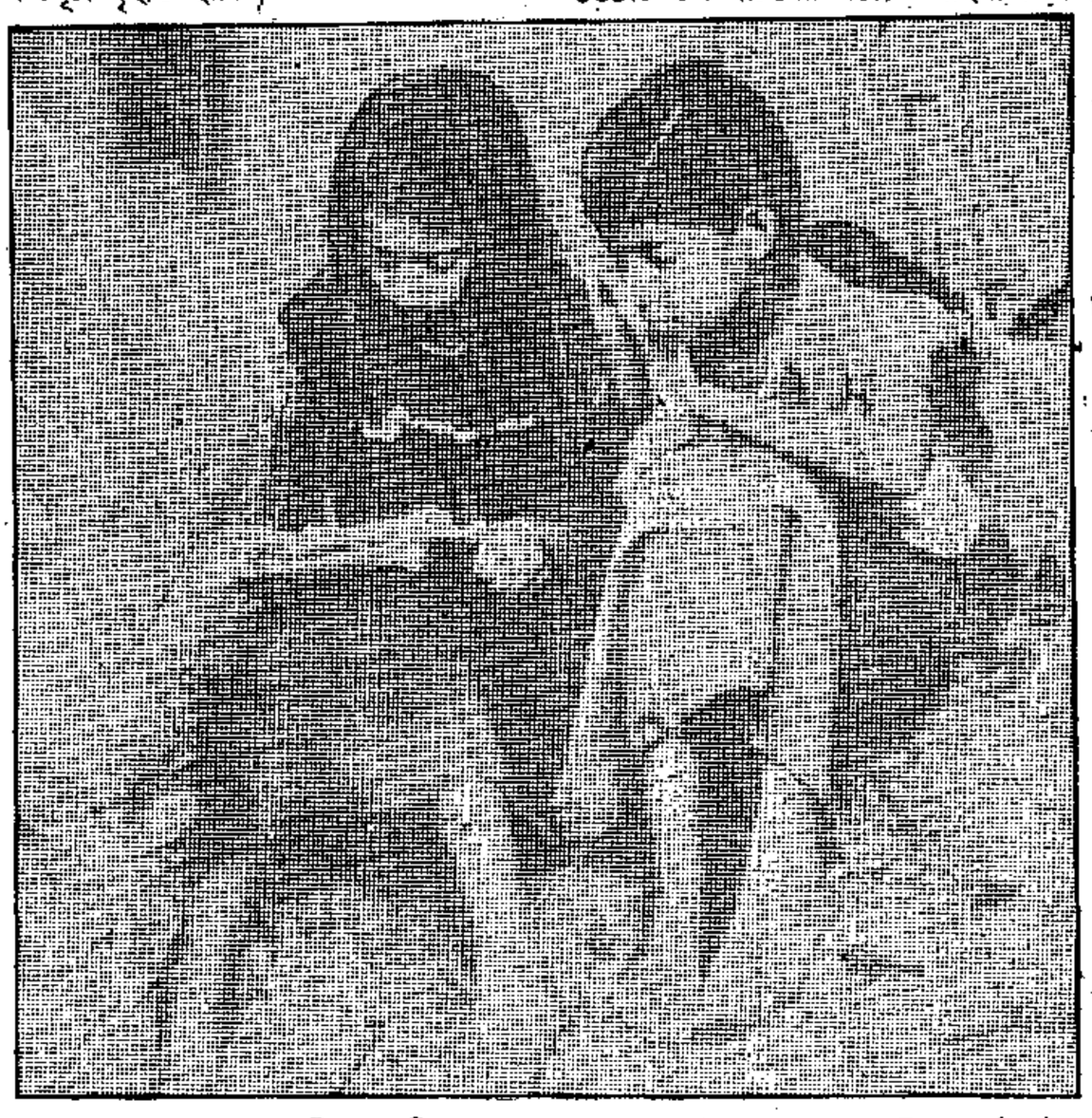

১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন পাস হয়। ফলে শিশু ভর্তির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫৩:৪৭-এ গিয়ে পৌঁছে। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সাল থেকে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ৪৬০টি থানায় ছাত্রী বেতন মওকুফ চারটি উপবৃত্তি প্রকল্প আছে। এই প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য মাধ্যমিক স্তরে অধিক হারে ছাত্রী ভর্তি ও তাদেরকে স্কুলে ধরে রাখা। জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ। প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। উপার্জনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ। দারিদ্র্য বিমোচনে আত্ম-কর্মসংস্থানে মেয়েদের উদ্বুদ্ধকরা ও এমএসসি'র পর দক্ষতাভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে দেশের মোট ১১,৯৩৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯৭২টি বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলোর মোট শিক্ষার্থী ৪৭,৫৬,৯০৮ জন এবং ২২,০৮,২৯৯ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়গুলোতে চাকরিরত মোট ১,৩৮,৭৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০,১৮৭ জন মাত্র শিক্ষিকা। দেশের মোট ১১৬৭টি কলেজের মধ্যে ১৫৯টি কলেজই ছাত্রীদের। কলেজসমূহের মোট ৩২,৮৯৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫,৮৮০ জন মহিলা শিক্ষক। কলেজ পর্যায়ে মোট ১১,৫২,১১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩,৭৭,৮২৫ জন ছাত্রী।

প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই কম। মোট ৬৪টি সচিব পদের মধ্যে এক জনও মহিলা নেই। অতিরিক্ত সচিবের ৬০টি পদের মধ্যে মহিলা কর্মকর্তা দু'জন। ২৯৫টি যুগ্ম সচিব পদের মধ্যে মহিলা আছেন মাত্র তিন জন। আর ৬৬৪টি উপ-সচিবের মধ্যেও মহিলা তিন জন। সব মিলে প্রশাসনে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা শতকরা একভাগেরও কম।

ফলে সরকার রাষ্ট্রপতির ১০ শতাংশ কোটা ব্যবহার করে উচ্চ পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চুক্তিভিত্তিক এসব নিয়োগ দেয়া হবে। নারী উন্নয়নে এটা শেষ কথা নয়।

সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী শিক্ষায় তীব্র গতিবেগ আনতে হবে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক উদ্যোগই যৌথ শক্তিতে নারী শিক্ষার হার বাড়াতে পারে, এবং এর মাধ্যমেই নারীর পেশা-কর্ম ও অন্যান্য অধিকার আদায় সম্ভব হবে।